রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৭/২৮ জুলাই ২০২০

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৫০—মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহকারী একান্ত সচিব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবদুল হাই গত ১৭ জুলাই ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। জনাব মোঃ আবদুল হাই-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৫ শ্রাবণ ১৪২৭
ঢাকা: ----------
২০ জুলাই ২০২০

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহকারী একান্ত সচিব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবদুল হাই গত ১৭ জুলাই ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

জনাব মোঃ আবদুল হাই ১৯৫৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার কামালপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নয় ভাই-বোনের মধ্যে আবদুল হাই ছিলেন অষ্টম।

জনাব মোঃ আবদুল হাই কিশোরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৯ সালে মাধ্যমিক এবং গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ থেকে ১৯৭২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে জনাব আবদুল হাই শিক্ষকতা পেশায় দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেন। তিনি হাজি তায়েব উদ্দিন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯১ সালে মিঠামইন মহাবিদ্যালয়ে, যা বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক সরকারি কলেজ, নিযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেন জনাব হাই। উক্ত কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষক। পরবর্তীকালে, ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার-এর সহকারী একান্ত সচিব পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ২০০০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী সচিব (গণসংযোগ), ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের সহকারী একান্ত সচিব-১ এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপপরিচালক (গণসংযোগ) পদে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আবদুল হাই। পরে তিনি ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব পদে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে গেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি জনাব মোঃ আবদুল হাই-এর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনাব হাই সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব মোঃ আবদুল হাই ছিলেন বিনয়ী, অমায়িক, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, সহমর্মী, জনদরদী, সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন একজন মানুষ। এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে গেছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা।

জনাব মোঃ আবদুল হাই মিঠামইনের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মিঠামইন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হিসাবে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন খ্যাতিমান এই সংগঠক। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মিঠামইন-এর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বৎসর, অত্যন্ত সফলভাবে কার্যনির্বাহ করেন জনাব মোঃ আবদুল হাই। এছাড়া মিঠামইনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রবাহ'-এর সভাপতি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যুকালে জনাব মোঃ আবদুল হাই স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মন্ত্রিসভা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহকারী একান্ত সচিব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবদুল হাই-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd